



১৮
২৩
২৫

রবিবাসরীয়

করগ্রাহকেরা ও গণিকারা কিন্তু আপনাদের
আগেই ঐশ রাজ্যে পৌঁছে যাচ্ছে।



সাধারণ কালের ২৬শ রবিবার

২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২০ - ১০ই অশ্বিন ১৪২৮ - রবিবার - সবুজ

খ্রীষ্টমন্ডের ভূমিকা

ঈশ্বর মানুষকে নিজের হাত দিয়ে গড়েছিলেন বলে, তাকে আপন সাদৃশ্যে, আপন প্রতিমূর্তিতে গড়েছিলেন বলে, তার মধ্যে নিজের প্রাণবায়ু ঢেলে দিয়েছিলেন বলে কখনও মানুষের মৃত্যু কামনা করতে পারেন না। তিনি চান মানুষ যেন তাঁর দেওয়া জীবনের সুখ ও শান্তি আনন্দ করে, তাঁরই দেখানো পথে এগিয়ে চলে, কারণ এই ভাবে সে জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারবে। তবে আমরা একথাও ভাল করে জানি যে, ঈশ্বর কখনও তাঁর দেখানো পথে এগিয়ে চলার জন্যে আমাদের জোর করেন না; তিনি আমাদের স্বাধীনতা দান করেছিলেন, যাতে আমরা নিজেরাই ভাল-মন্দ বুঝে, ভালকেই বেছে নিতে পারি। জীবন ও মৃত্যুকে তিনি আমাদের সামনে রেখে বলেন, আমরা যেন জীবনকে বেছে নিতে পারি।

কিন্তু আমরা যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্যায়ের পথ ধরে চলি, যদি নিজেদের নির্ধারিত পথে চলতে চাই, তাহলে তার জন্যে আমাদের তো ঈশ্বরের কাছ থেকে শান্তি পেতে হবে। তবে ঈশ্বর খুশি হন আমরা যখন আনুগত্যের পথে চলি, কারণ আনুগত্যের মূলে রয়েছে ভালবাসা; ভালবাসা ছাড়া আনুগত্য ভাবাও যায় না। পরম পিতাও চান আমরা যেন তাঁর কথা কখনও অমান্য না করি, কারণ এই ভাবেই তাঁর দেওয়া পুরস্কার লাভ করব, যা আমাদের আনুগত্যেরই পুরস্কার। ঈশ্বর কাউকে অকারণে শান্তি দেন না, কাউকে যদি শান্তি পেতে হয়, তা আমাদের অবাধ্যতার জন্যে। তেমনি ভাবে আমাদেরও দেখতে হবে, আমরা যেন শুধুমাত্র ঈশ্বরের ক্রোধানল থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে নয়, বরং তাঁর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ রূপেই তাঁর কাছে আনুগত্য থাকি, কারণ এই তো তাঁর প্রকৃত সন্তানদের প্রকৃত পরিচয়।

প্রথম পাঠের ভূমিকা :

প্রবক্তা এজেকিয়েল গ্রন্থের ১৮ অধ্যায়ে প্রবক্তার মুখ দিয়ে ঈশ্বর তখনকার দিনের মানুষদের মধ্যে প্রচলিত দুটি ধারণাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন : প্রথম, সন্তানরা তাদের পিতামাতার পাপের বোঝা গ্রহণ করে এবং তার জন্যে শাস্তি লাভ করে; দ্বিতীয়, ঈশ্বর মানুষদের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করেন। তাই ঈশ্বর তাঁর জাতির মানুষদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, প্রত্যেক মানুষকে নিজের পাপের জন্যে দায়িত্ব নিতে হবে; সুতরাং নিজের পাপ বা পুণ্যের জন্যে প্রত্যেক মানুষকে শাস্তি বা পুরস্কার দেওয়া হবে, তাদের পূর্বপুরুষ বা নারীর পাপের জন্যে তাদের কোনও শাস্তি ভোগ করতে হবে না। তাই বাবিলন নির্বাসনের সময় ইহুদী দাসেরা এই প্রশ্ন করছিল যে, তাদের পূর্বপুরুষ ও নারীর পাপের জন্যে তাদের অন্যায় ভাবে শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। সুতরাং ঈশ্বর অন্যায় ভাবে তাদের শাস্তি দিয়েছেন। ঈশ্বরের বক্তব্য, তাঁর করুণা কিন্তু ন্যায্য ন্যায়ও ছাড়িয়ে যায়। তিনি তো কখনও আমাদের অন্যায়ের কথা মনে রাখেন না, তাই আমরা বলতে পারব না যে, ঈশ্বর কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না, কারণ ঈশ্বর তো দুর্বল মানুষদের পক্ষ নেন। তবে যারা তাঁর কাছ থেকে সরে গেছে, তাদের তো শাস্তি ভোগ করতে হবে!

প্রথম পাঠ : এজেকিয়েলের গ্রন্থ ১৮. ২৩, ২৫-২৮

একদিন আমার প্রতি উচ্চারিত হল ভগবানের এই বাণী : “আমি কি দুর্জনের মৃত্যু কখনো চাইতে পারি? আমি কি বরং এ-ই চাই না যে, দুর্জন তার অমন আচরণ ছেড়ে ফিরে আসুক আর বেঁচেই থাকুক?.... তোমরা কিনা ব’লে থাক : ‘ভগবানের

আচরণ অসঙ্গত!’ তাহলে শোন, ইজ্রায়েল-বংশের মানুষেরা : সত্যিই কি আমারই আচরণ অসঙ্গত? বরং তোমাদেরই আচার-আচরণ কি অসঙ্গত নয়? কোন ধার্মিক মানুষ যদি তার ধর্মাচরণের পথ থেকে সরে যায়, সে যদি কোন কুকর্ম করে আর তাতে মরেই যায়, তাহলে সে তো তার সেই কুকর্মের জন্যেই মরে! এদিকে কোন দুর্জন যদি তার দুষ্কর্মের পথ ছেড়ে ফিরে আসে, সে যদি ন্যায়ধর্ম পালন করে, তাহলে সে তো তাতে নিজের প্রাণটা বাঁচিয়েই রাখে। সে তো ভেবে-চিন্তেই তার আগেকার সেই সমস্ত অন্যায়ের পথ ছেড়ে ফিরে এসেছে। তাই সে বাঁচবেই বাঁচবে—মরবেই না সে।”

সামসঙ্গীত

২৫. ৪-৯

ধূয়ো : তোমার কৃপার কথা, ওগো প্রভু,
চিরদিন মনে রেখো !

ওগো ভগবান, আমায় দেখাও তোমার আপন পথ;
দাও, বলে দাও কোথায় তোমার সরণী!
তোমার সত্য-মার্গে আমায় নিত্য চালিত কর;
আমায় দীক্ষা দাও!
ওগো, আমার ত্রাণেশ্বর যে তুমি!

মনে রেখো, ভগবান,
তোমার দয়ার কথা, শত করুণার কথা—
সেই প্রাচীন কাল থেকেই, ওগো,
যা-কিছু করেছ তুমি!
যৌবনকালে যত-কিছু পাপ,
যত-কিছু দোষ করেছি আমি,
ওগো, সেইসব কথা মনে রেখো না,
শুধু আমাকেই মনে রেখো!
করুণাময় যে তুমি; আহা, ভগবান,
মঙ্গলময় যে তুমি!

ভগবান, তিনি মঙ্গলময়; সত্যনিষ্ঠ তিনি।
তাই তো সমস্ত পাপীকে সঠিক চলার পথ
চিনিয়ে দেন তিনি;
বিনশ্চ যারা, ধর্মমার্গে তাদের চালিত করেন;
বিনশ্চ যারা, তাদের তিনি তো বলে দেন তাঁর পথ।

দ্বিতীয় পাঠের ভূমিকা :

সাধু পলের কাছে প্রভু যীশু হলেন আনুগত্যের আদর্শ দৃষ্টান্ত, কারণ পরম পিতার ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন এবং তাঁরই অনুগত সন্তান ছিলেন আজীবন। সেই ভাবে যারা ঈশ্বরকেই তাদের জীবনের একমাত্র সম্বল হিসাবে করে নেয়, তারা কিন্তু তার জন্যে পুরস্কার লাভ করবে। তখনকার দিনের একটি প্রচলিত গীতিকার সাহায্যে তিনি ফিলিপ্পীয়দের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তারা যেন সর্বদা অন্যদের কল্যাণের কথা নিজেদের কল্যাণের কথার আগে স্মরণ করে। তা সম্ভব হবে যখন তারা যীশুকেই তাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে, কারণ যীশু তো ক্রুশে মৃত্যু পর্যন্ত পিতার কাছে অনুগত ছিলেন। এই ভাবে তিনি নিজেকে শূন্য করে দিলেন আর নমিত করলেন। সাধু পলের ধারণা, প্রভু যীশুর আনুগত্যের জন্যেই পরম পিতা তাঁকে সবার উপরে উন্নীত করেছিলেন, এবং তাঁকে দিয়েছিলেন সকল নামের শ্রেষ্ঠ সেই নাম। এই কারণেই সকল জানু তাঁর সামনে নত হয় আর সকল মানুষ ঘোষণা করে খ্রীষ্টই প্রভু, আর এই ভাবে পরম পিতার মহিমা প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পাঠ : ফিলিপ্পীয়, সম্পূর্ণ পাঠ : ২. ১-১১;
সংক্ষিপ্ত পাঠ : ২. ১-৫

প্রিয়জনেরা, শোন, খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত থাকার ফলে তোমাদের অন্তরে যদি সত্যিই কোন প্রেরণা জেগে থাকে, ভালবাসার যদি কোন আশ্বাস জেগে থাকে, আমাদের মধ্যে যদি সত্যিই আধ্যাত্মিক কোন ঐক্যবন্ধন থাকে, স্নেহ-মমতার কোন সম্পর্ক-ই থাকে, তাহলে তোমরা পূর্ণ করে তোল আমার আনন্দ : হয়ে ওঠ তোমরা একমন-একপ্রাণ; তোমাদের সকলের মধ্যে যেন থাকে একই ভালবাসা, একই মনোভাব, একই ঐক্যের আদর্শ! রেযারেষি বা অসার অহঙ্কারের বশে কোন-কিছুই ক’রো না তোমরা; বরং নশ্চ হয়ে একে-অন্যকে নিজের চেয়ে ভাল ব’লেই মনে ক’রো। শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের দিকে নয়, তোমরা প্রত্যেকে পরের স্বার্থের দিকেও লক্ষ্য

রেখো। তোমাদের মনোভাব তেমনটি হওয়া উচিত, যেমনটি খ্রীষ্ট-যীশুর নিজেরই ছিল।

—এখানেই সফক্ষিপ্ত পাঠের শেষ

তিনি তো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না, বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। আকারে-প্রকারে মানুষের মতো হয়ে তিনি নিজেকে আরও নমিত করলেন। চরম আনুগত্য দেখিয়ে তিনি মৃত্যু, এমন কি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন।

তাই ঈশ্বর তাঁকে সব-কিছুর ওপরে উন্নীত করলেন, তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের শ্রেষ্ঠ যে নাম, যেন যীশুর নামে আনত হয় প্রতিটি জানু—স্বর্গে, মর্ত্যে ও পাতালে—প্রতিটি জিহ্বা যেন এই সত্য ঘোষণা করে : যীশু-খ্রীষ্ট স্বয়ং প্রভু, আর এতেই যেন প্রকাশিত হয় পিতা ঈশ্বরের মহিমা।

বাণীবন্দনা

জয় জয়, প্রভুর জয়!

আমার মেঘগুলি আমার কথা শোনে;

তাদের আমি জানি—

আর তারা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে।

জয় জয়, প্রভুর জয়!

মঙ্গলসমাচার পাঠের ভূমিকা

ঈশ্বর সকল মানুষের কাছে আনুগত্য থাকার আহ্বান দিয়ে থাকেন, কিন্তু সবাই যে তাঁর ডাকে সাড়া দেয়, তা নয়। আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠের মাধ্যমে যীশু আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আমাদের মধ্যে অনেকে কথার মানুষ। মুখে হয়তো বড় বড় কথা বলি, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তা করে উঠতে পারি না। অন্য দিকে আমরা দেখতে পাই এমন মানুষ যারা খুব কম কথা বলে, কিন্তু নীরবে নিভৃত্তে তারা কাজ করে, প্রভু তাদের কাছ থেকে যা আশা করে, তা সম্পন্ন করে। আসলে প্রাক্তন সন্ধিকালের গ্রন্থগুলির মধ্যে বারবার একথা বলা হয়েছে, ‘মানুষ ভগবানের আদেশ পালন করলে ভগবান যত আনন্দ পান, সে পূর্ণাঙ্কিত দিলে বা বলি

নিবেদন করলে তিনি কি ততটাই আনন্দ পান?’ (১ সামুয়েল ১৫ঃ২২)। ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর কাছে আনুগত্য থাকি, যাতে তাঁর দেওয়া পুরস্কার থেকে বঞ্চিত না হই।

মঙ্গলসমাচার :

মথি ২১. ২৮-৩২

যীশু একদিন প্রধান যাজকদের ও জাতির প্রবীণদের এই প্রশ্ন করলেন : “এই ব্যাপারে আপনাদের মতটা কী? ধরুন, একটি লোকের দু’টি ছেলে ছিল। বড় ছেলেটির কাছে গিয়ে সে বলল : ‘যাও, বাবা, আজ তুমি আঙুর-ক্ষেতে গিয়ে কাজ কর!’ উত্তরে সে বলল : ‘না, আমি যাব না!’ পরে কিন্তু সে তার মত পাণ্টে কাজে গেল।

এবার অন্য ছেলেটির কাছে গিয়ে লোকটি সেই একই কথা বলল। উত্তরে ছেলেটি বলল : ‘আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি!’ কিন্তু সে গেল না!

আচ্ছা, এদের দু’জনের মধ্যে কে তার পিতার ইচ্ছামতো কাজ করল?” তাঁরা উত্তর দিলেন : “ওই বড় ছেলেটি!”

যীশু তখন তাঁদের বললেন : “আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, করগ্রাহকেরা ও গণিকারা কিন্তু আপনাদের আগেই ঐশ্বর রাজ্যে পৌঁছে যাচ্ছে। যোহন তো আপনাদের কাছে এসে ধর্মিষ্ঠতার পথ দেখিয়েই গেছেন, অথচ আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করলেন না! কিন্তু করগ্রাহকেরা ও গণিকারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল। আর তখন তা দেখেও আপনারা মত পালটাননি, আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করেননি।”

উপদেশের জন্যে টিকা :

ইস্রায়েল জাতি ছিল ঈশ্বরের আপন জাতি, ঈশ্বরের মনোনীত জাতি। তাদেরই কাছে ঈশ্বর বারবার সন্ধি স্থাপন করেন, কিন্তু তারা তো তাঁর কাছে বিশ্বস্ত থাকে না। বারবার তাঁর কথা অমান্য করে। অলীক দেবতাদের পূজাচর্চা করে এবং ভাইবোনদের প্রতি অন্যায় অপরাধ করে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অন্যায় করে। তবুও ঈশ্বর তাঁর প্রবক্তাদের দিয়ে ইস্রায়েলীয়দের নিজের কাছে টেনে নিতে চেষ্টা করেন। তাদের মনে করিয়ে দেন তাঁর

চিরন্তন সন্ধির কথা। বারবার তিনি তাদের বলে দেন, ‘আমি হলাম তোমাদের আপন ঈশ্বর আর তোমরা হলে আমার আপন জাতি!’ তাই অনেক ক্ষেত্রে ইস্রায়েলীয়রা সব কিছু ধরে নেয় যে, তাদের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্যে ঈশ্বরের অজস্র আশীর্বাদ লাভ করবে, তাদের কোনও কিছুর অভাব থাকে না। তাদের কাছে কিন্তু আজকের মঙ্গলসমাচারের পাঠ হজম করার মতো থাকতে পারে না।

ঈশ্বর তাঁর আপন জাতির মানুষদের নিজের কাছে টেনে নিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা যখন তাঁর কথা অমান্য করে, তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করে, তখন তিনি তাদের পরিত্যাগ করে বিজাতীয়দের কাছে তাঁর দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেন। তাই তখনকার দিনে যাদের গণ্য করা হত সমাজে ‘অস্পৃশ্য’ তাদের তিনি কাছে টেনে নেন। করগ্রাহক ও গণিকারা ছিল ভদ্র ইহুদী সমাজের ঘৃণ্য ব্যক্তিরূপে, কারণ তাদের বিষয়ে ইহুদীদের ধারণা ছিল - তারা মোশীর বিধান মানে না, তাই বিরুদ্ধ কাজ করতে একটুও দ্বিধা করে না। যীশু এই পাঠে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন : প্রথমত, করগ্রাহক ও গণিকারা যীশুকে বিশ্বাস করে যে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের মুক্তিদাতা। দ্বিতীয়ত, মনোনীত জাতির মানুষদের আগে এমন করগ্রাহক ও গণিকারাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে, যেহেতু তারা যীশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল।

তবে আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠের মধ্য দিয়ে যীশুর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বুঝতে গেলে আমাদের জানতে হবে এই পাঠের পটভূমিকা। যীশু ইতিমধ্যে জেরুসালেমে প্রবেশ করেছেন, যেখানে তাঁকে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তিনি যখন জেরুসালেম মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি দেখতে পান কি ভাবে মন্দির প্রাঙ্গণটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে পরিণত হয়েছে, তাই তিনি সকল ব্যাপারীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন (মথি ২১:১২)। এই কারণেই ইহুদী ধর্মনেতারা ও বিধানপণ্ডিতরা সাবধানে থাকছেন, যাতে তারা যেন কোনও ভাবে যীশুকে প্ররোচিত না করেন, যার ফলে তাঁদেরই তার প্রতিফল খেতে হবে। তাই যীশু মন্দিরেই যারা তাঁর কাছে এসেছিল তাদের উদ্দেশ্যে একটি উপমা কাহিনী শোনাচ্ছেন। যীশুর কাছে ইহুদী ধর্মনেতাদের

একটি বড় প্রশ্ন হল, যীশুর এসব কাণ্ড (ব্যাপারীদের বিতাড়ন) কোনও অধিকারে করছেন, কে তাঁকে এত কিছু করার অধিকার দিয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যীশু তাঁর প্রতিপক্ষের কাছে এমন একটি প্রশ্ন তুলে ধরছেন, যার উত্তর দিতে গিয়ে তাঁরা হিমশিম খেয়ে যান।

আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠে দেওয়া উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু ইহুদী ধর্মনেতাদের তাঁদের ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলতে চান। যীশু তাঁদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁরা মোশীর বিধান পালন করেন এবং তাঁরা এই মনোনীত জাতির ধর্মনেতা বলে স্বর্গরাজ্যে সহজে প্রবেশ করতে পারবেন, তা যেন তাঁরা ধরে না নেন, কারণ প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে ঘোষিত মনপরিবর্তনের বাণী তো তাঁরা শোনে না, ঈশ্বরের মনোনীতজনকে ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রত্যাখ্যান করে স্বর্গরাজ্যের প্রবেশ অধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে নিয়েছেন। তাঁদের চোখের সামনেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে যত পাপী মানুষ - করগ্রাহক, গণিকা ও বিজাতীয়রা।

মঙ্গলসমাচার পাঠে যীশু আমাদের সামনে এমন একজন জমিদারকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন, যাঁর দু’টি সন্তান। এই দু’সন্তানের কাছে পিতা নির্দেশ দেন, তারা যেন জমিতে গিয়ে কাজ করে। প্রথম সন্তান সঙ্গে সঙ্গে ‘হ্যাঁ’ বলে, কিন্তু পরে সেই মতো করে না। আর দ্বিতীয় সন্তান শুরুতে ‘না’ বললেও, পরে সে পিতার নির্দেশ মতো জমিতে গিয়ে কাজ করে। এরপর যীশু শিষ্যদের জিজ্ঞেস করেন, কে পিতার নির্দেশ মতো কাজ করেছে, আর তাঁরা উত্তর দেন যে, দ্বিতীয় সন্তানটি। এই উপমা-কাহিনীর অর্থ স্পষ্ট : এই পৃথিবীর মানুষকে দু’দলে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম শ্রেণীর মানুষ হল কথার মানুষ, তারা বেশী কথা বলে বটে, কিন্তু কাজের মানুষ নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ কিন্তু কাজের মানুষ কিন্তু এরা খুব কম কথা বলে, আর কোনও কোনও সময় কথা মোটেই বলে না। তাই লোকেরা তাদের সহজে ভুল বুঝতেও পারে।

যদিও আমরা কাজের মানুষদেরই প্রশংসা করব এবং তাদের মতো থাকতে সচেষ্ট হব, তবুও আমরা বলতে পারি না যে, তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ

তাদের মধ্যেও তো কিছু ভুল ত্রুটি থাকে। তারা তো নিজেদের বক্তব্য কারও কাছে ব্যক্ত করে না।

যীশু এই উপমা-কাহিনী দিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আমরা যেন পরম পিতার নির্দেশ পালন করার জন্যে সর্বদা ‘হ্যাঁ’ বলতে পারি, তাঁর পরিব্রাজনকর্ম পূরণ করার ক্ষেত্রে সর্বদা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারি। আসলে প্রতিশ্রুতি ও কর্মসাধনের মধ্যে এক বিরাট বড় পার্থক্য রয়েছে, তা যীশু আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মিষ্টি কথা দিয়ে কোনও কাজ আপনাই সম্পন্ন হতে পারে না, কোনও কাজ করতে গেলে আমাদের মাঠে নেমে পড়তে হবে। তার ফলে আমাদের হাত-পা নোংরা হতেও পারে, কিন্তু সেই ভাবেই আমরা পরম পিতার মনকে জয় করতে পারি, আমাদের মিষ্টি কথা দিয়ে নয়। কারণ যীশু তো আমাদের বলে দিয়েছিলেন, ‘যারা আমাকে প্রভু, প্রভু! বলে ডাকে, তারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে, তা নয়। বরং স্বর্গে বিরাজমান আমার পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে।’ (মথি ৭ঃ২১)

আমাদের অনবরত ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোনও দিনে নয়, বরং সারা বছর, প্রত্যেক দিন। আমাদের মধ্যে অনেকে শুধুমাত্র তপস্যাকালে কোনও বদ-অভ্যাস থেকে বিরত থাকি, বিশেষ ভাবে উপবাস ও ত্যাগস্বীকার করি, কিন্তু অন্য সময় যাচ্ছে-তাই জীবন পছন্দ করি। আজকের পাঠ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে হবে আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে।

আমরা ধরে নিতে পারি না যে, আমাদের অবাধ্যতার জন্যে ঈশ্বর সর্বদা আমাদের শাস্তি দেন। অনেক সময় তিনি আমাদের অবাধ্যতার কথা ভুলে গিয়ে থাকেন, শাস্তিও দেন না, তা কিন্তু তাঁর করুণা ও দয়ার জন্যে। কিন্তু তার জন্যে আমাদের সবসময় তাঁর কথা অমান্য করে যেতে হবে, তা নয়। তাহলে আমাদের একদিন শাস্তি পেতে গেলে মনে হতে পারে, এক্ষেত্রে আমাদের সাবধানে থাকার উচিত ছিল।

আসলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার জন্যে আমাদের দু’টি শর্ত পূরণ করতে হবে : প্রথম, আমরা যেন

পাপের জীবন পরিত্যাগ করি, আর দ্বিতীয়, আমরা যেন প্রভু যীশুর কথা ওপর বিশ্বাস রেখে সেই মতো জীবনযাপন করতে সচেষ্ট হই। যীশুর কথা শুনে সেই মতো যদি কাজ না করি, তাহলে তাতে আমাদের কোনও লাভ হবে না। তার জন্যেই যীশু চান আমরা যেন তাঁর কথা মতো জীবন যাপন করতে সচেষ্ট হই।

এই উপমা-কাহিনী কিন্তু শুধুমাত্র মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে উল্লেখ পেয়েছে। প্রথম সন্তান না বলে পরে পিতার ইচ্ছে মতো কাজ করে, আর দ্বিতীয় সন্তান হ্যাঁ বলা সত্ত্বেও পিতার ইচ্ছা মতো কাজ করে না। এখানে প্রথম সন্তান সেই পাপী, করগ্রাহক ও গণিকাদের বোঝায়, আর দ্বিতীয় সন্তান হল ফরিসি, শাস্ত্রী, বিধানপণ্ডিত ও ইহুদী ধর্মনেতাদের প্রতীক। দীক্ষাগুরু যোহন যখন লোকদের মন পরিবর্তনের জন্যে আহবান করেছিলেন, তখন করগ্রাহক ও গণিকারাই তো তাঁর বাণী শুনে নিজেদের পাপের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে দীক্ষান্নাত হয়েছিল। তাদের কাছে মনপরিবর্তনের বাণী গ্রহণ করা সহজ ছিল, কারণ তাদের পাপের কথা তো নিজেদের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার ছিল। কিন্তু ইহুদী ধর্মনেতাদের কাছে তো তা নয়, কারণ তাঁরা নিজেদের দোষ, অন্যায় ও অপরাধ স্বীকার করতে চাইলেন না। ফলে তাঁরা যোহনের বাণী গ্রহণ করেন না। তেমনি ভাবে তাঁরা যীশুরও বাণী মেনে নিতে চান না। আসলে প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তানের মধ্যে পার্থক্য হল এই, প্রথম সন্তান পরে বুঝতে পেরেছিল তার প্রতি পিতার ভালবাসা, তাই পিতার ইচ্ছা পূরণ করতে তৎপর ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান ক্ষণিকের জন্যে পিতাকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল, কিন্তু পরে যে পিতা কষ্টা পাবে, তা নিয়ে তার একটুও ঝঙ্কেন নেই।

প্রোফেসার জন কেনেৎ গালব্রেইত ছিলেন হার্ভার্ডের একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, তিনি লেখকও ছিলেন। তিনি অনেক আমেরিকার রাষ্ট্রপতির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি তার আত্মচরিত - এ লাইফ ইন আভার টাইমস (আমাদের সময়ে জীবনযাপন)-তে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি তাঁর বাড়ির পরিচারিকা এমিলি

গ্লোরিয়া ভিলসানের আদর্শমূলক আনুগত্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, ‘সেদিন ছিল আমার জন্যে সত্যিই এক ক্লাস্তিকর দিন, তাই আমি এমিলিকে নির্দেশ দিই, আমার জন্যে কোনও টেলিফোন কল এলে, সে যেন আমাকে না ডাকে, যাতে আমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারি। একটু পরেই টেলিফোন বেজে ওঠে। ফোন করেছিলেন রাষ্ট্রপতি লিডন জনসন, রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ফোন করেছিলেন। তিনি এমিলিকে ফোনে বলেন, কেন গালব্রাইথকে ডেকে দিন, আমি লিডন জনসন কথা বলছি! উত্তরে এমিলি বলে, ‘রাষ্ট্রপতি মহাশয়, তিনি ঘুমোচ্ছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তাঁকে বিরক্ত না করি। তবুও রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘ঠিক আছে, তাঁকে ডাকুন, তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।’ এমিলি বলে, ‘না রাষ্ট্রপতি মহাশয়, আমি তাঁর জন্যে কাজ করি, আপনার জন্যে নয়।’ আমি যখন পরে রাষ্ট্রপতিকে ফোন করি, তখন তিনি নিজের আনন্দকে ধরে রাখতে পারেন না। ‘আপনি সেই ভদ্রমহিলাকে বলবেন যে, আমি তাকে আমার এই ওয়াইট হাউসে চাইছি!’ আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠ আমাদের এমনই আদর্শমূলক আনুগত্যের কথা তুলে ধরে, যাতে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসার ভিত্তিতেই অনুগত হতে পারি, বাধ্য হয়ে নয়।

আজ আমাদের মধ্যেও অনেক প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রম রয়েছে, যারা পিতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি, অন্যায় করেছে, কিন্তু পরে তাঁর কাছে ফিরে আসতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের আমরা সমর্থন করি, তাদের পাশে দাঁড়াই, যাতে তারা যেন শত বাধাবিল্লের মুখেও পিতার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। আমরা যেন সর্বদা ইতিবাচক মানুষ থাকতে পারি, কখনও পিতার ইচ্ছা পূরণ করতে দ্বিধা না করি।

সার্বজনীন প্রার্থনাঃ

যাজক : ঈশ্বর সর্বদা আমাদের মঙ্গল চান, তাই তিনি আমাদের আহ্বান করেন, আমরা যেন তাঁর কথা মতো জীবনযাপন করে সুখী থাকতে পারি, কিন্তু আমরা যখন নিজেদের ইচ্ছে মতো জীবন যাপন করি, তখন নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারি। তাই আসুন আমাদের করুণাময় উদার পিতার কাছে আমাদের

সকল প্রার্থনা ও আবেদন তুলে ধরে একসঙ্গে বলি, **হে প্রভু, আমাদের ডাকে সাড়া দাও!**

- ১। কাথলিক মণ্ডলীর জন্যে ও তার পরিচালকদের জন্যে প্রার্থনা করি, পরম মঙ্গলময় পিতা যেন আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, আমাদের মহা/ধর্মপাল ----, অন্যান্য ধর্মপাল, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার ও কার্ডিনালদের সুস্থ সবল রাখেন, যাতে এই মণ্ডলী হয়ে ওঠে পরিব্রাজকের প্রবেশদ্বার। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
 - ২। আমরা প্রার্থনা করি সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জন্যে, তারা যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে, প্রভু যীশুর সমস্ত শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে এগিয়ে আসে, এবং প্রভু যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রকৃত সাক্ষী হয়ে ওঠে। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
 - ৩। আমাদের দেশ ও অন্যান্য দেশের নেতাদের জন্যে প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন দীনদুঃখী মানুষদের সাহায্য করতে ত্বর করেন, অসহায় মানুষদের পাশে থাকতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে প্রয়াসী হন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
 - ৪। যারা বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে, যাদের ঋণ বা লোন শোধ করার মতো পরিস্থিতি নেই, যারা অন্যায় ভাবে শোষণের ভার মেনে নিয়েছে, যারা দিনের পর দিন ভয়ে ও আতঙ্কে কাটায়, তাদের সবার জন্যে প্রার্থনা করি, তারা যেন শান্তিতে জীবন যাপন করার সুযোগ সুবিধে লাভ করে এবং এই ভাবে ঈশ্বরকে কাছে পায়। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
 - ৫। এখানে সমবেত ক্ষুদ্র মণ্ডলীর জন্যে প্রার্থনা করি, আমরা যেন প্রভু যীশুর কথা মতো শুধুমাত্র কথার নয়, বরং প্রকৃত পক্ষে কাজের মানুষ হয়ে উঠি, যাতে আমাদের জীবন দিয়ে সকলের জীবন সুখী করে তুলি। আসুন তার জন্যে প্রভুকে ডাকি।
- যাজক : হে দয়াময় পিতা, তোমার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তুমি আমাদের আহ্বান কর, আমরা যেন সর্বদা তোমার পুণ্য ইচ্ছা মেনে চলি। অনুনয় করি তোমায়, আমরা যেন আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পারি আমরা তোমারই সম্ভ্রম এবং তোমার অনুগ্রহ লাভ করি। আমাদের প্রভু যীশুর নামে আমরা এই প্রার্থনা করি। আমেন।